Ludwig von Mises

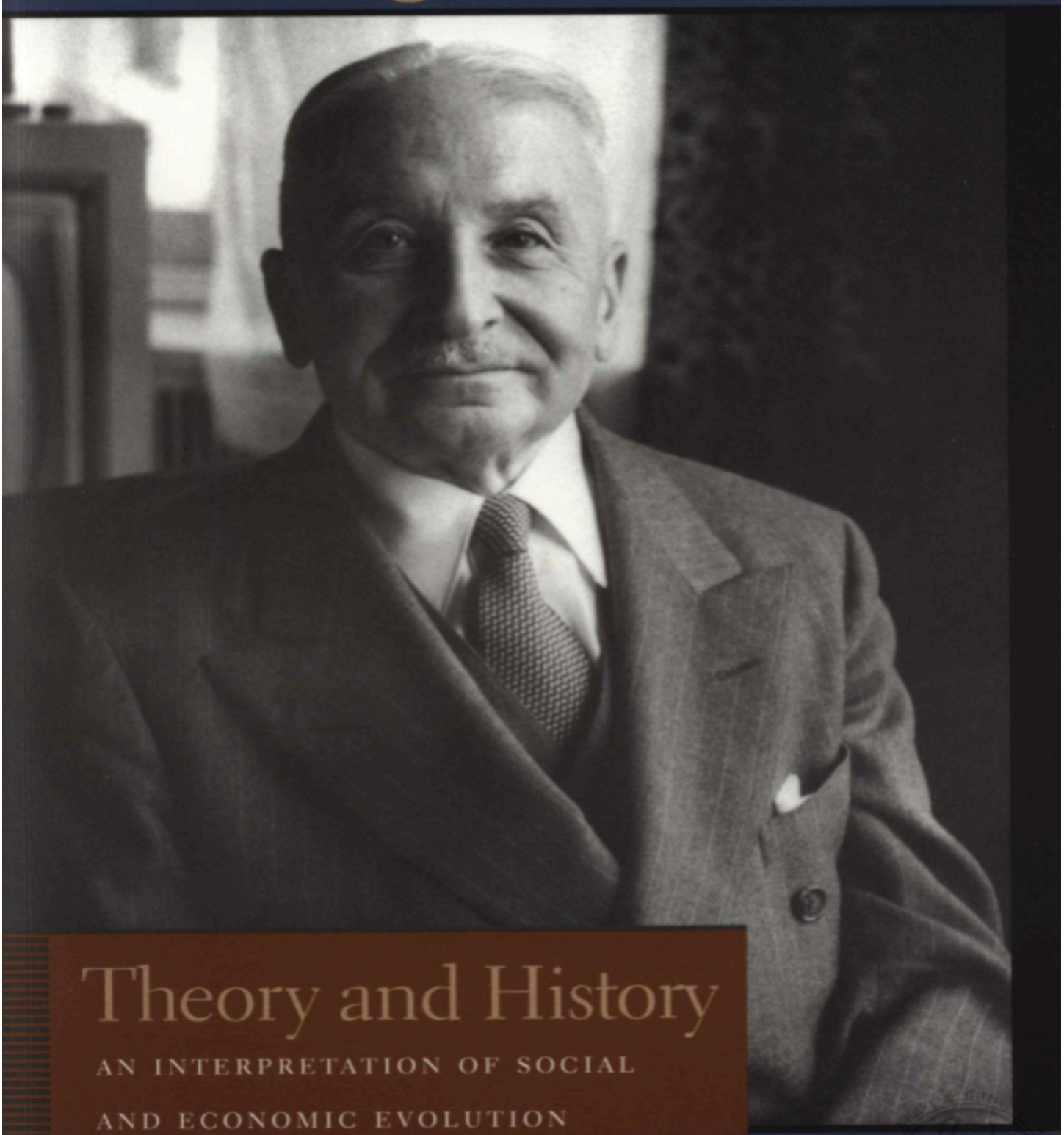

Theory and History

AN INTERPRETATION OF SOCIAL AND ECONOMIC EVOLUTION

"Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution" by Ludwig von Mises in Bengali

অধ্যায় ১: মানব কর্মকাণ্ডের কাজ এবং পরিধি....0
অধ্যায় ২: কর্মকাণ্ডকারী মানুষ এবং অর্থনীতি....0
অধ্যায় ৩: মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানগুলোর জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা....1
অধ্যায় ৪: কর্মকাণ্ডের ধারণা....1
অধ্যায় ৫: নির্ধারকবাদ এবং পদার্থবাদ....2
অধ্যায় ৬: ইতিহাসের দর্শন....2
অধ্যায় ৭: চিন্তার ভূমিকা....2
অধ্যায় ৮: মানব কর্মকাণ্ডের সর্বশেষ দেওয়া....3
অধ্যায় ৯: আত্মকেন্দ্রিক বিনিময় এবং আন্তঃব্যক্তিগত বিনিময়....3
অধ্যায় ১০: অর্থনৈতিক পণ্যের আধ্যাত্মিক মূল্য....4
অধ্যায় ১১: মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা....4

অধ্যায় ১: মানব কর্মকাণ্ডের কাজ এবং পরিধি

এই অধ্যায়ে, লুডভিগ ভন মিজেস মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞান সমাজ ও অর্থনীতির সম্বন্ধে গভীর বোঝাপড়া তৈরি করতে সাহায্য করে। মিজেসের মতে, মানব কর্মকাণ্ড মূলত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ভিত্তি করে, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে।

মিজেস ব্যাখ্যা করেন যে এই বিজ্ঞানটি কেবল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য নয়, বরং সমাজের আরও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, মানব কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মানুষ কীভাবে তার প্রয়োজন এবং ইচ্ছার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিজ্ঞান মানব জীবনের জটিলতাগুলিকে বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিজেস আরও ব্যাখ্যা করেন যে বিজ্ঞানটি একাধিক শাখায় বিভক্ত এবং প্রতিটি শাখা মানব কর্মকাণ্ডের একটি নির্দিষ্ট দিককে বিশ্লেষণ করে। তিনি বলেন, মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কগুলো মানব কর্মকাণ্ডের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত।

এইভাবে, অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল যে মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞান আমাদের সমাজ ও অর্থনীতি বোঝার জন্য অপরিহার্য এবং এটি বৈজ্ঞানিক চিন্তার একটি মৌলিক অংশ।

অধ্যায় ২: কর্মকাণ্ডকারী মানুষ এবং অর্থনীতি

এই অধ্যায়ে, মিজেস কর্মকাণ্ডকারী মানুষের ভূমিকা এবং অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে অর্থনীতি কেবল একটি সংখ্যাবাচক বা গাণিতিক পদ্ধতি নয়, বরং এটি মানব কর্মকাণ্ডের একটি বিশ্লেষণ। মিজেস বলেন যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মানুষের মধ্যে সৃষ্ট সমস্ত কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে, এবং এটি একটি মানবিক আচরণ।

মিজেস ব্যাখ্যা করেন যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি মানুষের প্রয়োজন এবং ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়। তিনি বলেন যে অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল মানুষের মনোবিজ্ঞান এবং তাদের আচরণ। এইভাবে, অর্থনীতি বোঝার জন্য আমাদের মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং ইচ্ছাগুলিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

অর্থনীতির এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, মিজেস দেখান যে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে মানুষের স্বতন্ত্র ভূমিকা এবং তার সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে প্রভাব ফেলে। তিনি বলছেন যে একটি সফল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঠিকভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডকে বুঝতে এবং তার ওপর ভিত্তি করে কাজ করতে সক্ষম হতে হবে।

মিজেস এই অধ্যায়ে আরও ব্যাখ্যা করেন যে অর্থনীতি কেবল সংখ্যার খেলা নয়, বরং এটি একটি মানবিক কার্যকলাপ, যা মানব সমাজের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত।

অধ্যায় ৩: মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানগুলোর জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা

এই অধ্যায়ে, মিজেস মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে এই বিজ্ঞানগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে না, যা তাদের মধ্যে বিপরীততার সৃষ্টি করে। মিজেসের মতে, মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানগুলোর একটি মৌলিক সমস্যা হল তাদের তথ্যের সঠিকতা এবং যথার্থতা।

মিজেস যুক্তি করেন যে মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানের অন্বেষণে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। তিনি জানান যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে, যা সমাজের বাস্তবতা এবং মানব আচরণের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধা সৃষ্টি করে।

এছাড়া, মিজেস মানব আচরণের অস্থিতিশীলতা এবং জ্ঞান সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে এই সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজ এবং অর্থনীতির বিভিন্ন দিক বোঝার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

এইভাবে, অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল যে মানব কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদেরকে গবেষণার বিভিন্ন দিক এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কগুলি স্পষ্ট করতে হবে।

অধ্যায় ৪: কর্মকাণ্ডের ধারণা

এই অধ্যায়ে, মিজেস কর্মকাণ্ডের ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে মানব কর্মকাণ্ডের ধারণা মূলত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এটি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পেছনের কারণ বোঝাতে সাহায্য করে। মিজেস যুক্তি করেন যে কার্যকলাপের ধারণা মানব আচরণের বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিজেস ব্যাখ্যা করেন যে কর্মকাণ্ডের ধারণার মাধ্যমে মানুষ তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে কিভাবে কাজ করে। তিনি বলেন যে কর্মকাণ্ডের ধারণা মানুষের সচেতন ও অচেতন চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। এইভাবে, মিজেস দেখান যে মানব কর্মকাণ্ডের ধারণার উপর ভিত্তি করে মানুষের আচরণ এবং সিদ্ধান্তগুলি গঠিত হয়।

অধ্যায়ের শেষের দিকে, মিজেস বলেন যে কর্মকাণ্ডের ধারণা বোঝা মানে মানব সমাজের বিভিন্ন দিক বোঝা। তিনি যুক্তি করেন যে কার্যকলাপের ধারণা মানব জীবনের একটি মৌলিক উপাদান এবং এটি আমাদের সমাজের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ৫: নির্ধারকবাদ এবং পদার্থবাদ

এই অধ্যায়ে, মিজেস নির্ধারকবাদ এবং পদার্থবাদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে নির্ধারকবাদ একটি চিন্তার ধারা, যা মানব কর্মকাণ্ডকে কিছু পূর্বনির্ধারিত নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে। মিজেসের মতে, এটি মানব স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে সংঘর্ষ করে।

তিনি আরও যুক্তি করেন যে পদার্থবাদ একটি তত্ত্ব যা মন এবং মানবিক আচরণের গভীরতা বুঝতে ব্যর্থ হয়। পদার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানব জীবনের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিকগুলিকে উপেক্ষা করে, যা মানব কর্মকাণ্ডকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ করে।

মিজেস বলেন যে মানব আচরণকে বোঝার জন্য আমাদের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, যেখানে মানব স্বাধীনতা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি মনে করেন যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক বোঝা প্রয়োজন যাতে মানব কর্মকাণ্ডের প্রকৃত কারণগুলো নির্ধারণ করা যায়।

অধ্যায়ের শেষে, মিজেস বলেন যে নির্ধারকবাদ এবং পদার্থবাদের সমালোচনা আমাদেরকে মানব আচরণের গভীরতা বুঝতে এবং সমাজের উন্নয়নে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে সাহায্য করবে।

অধ্যায় ৬: ইতিহাসের দর্শন

এই অধ্যায়ে, লুডভিগ ভন মিজেস ইতিহাসের দর্শনের উপর আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ইতিহাস কেবল ঘটনাবলী বা ঘটনার একটি ক্রম নয়, বরং এটি মানব কর্মকাণ্ডের বিকাশের মাধ্যমে গঠিত হয়। মিজেস বলেন, ইতিহাসের প্রকৃত ধারণাকে বুঝতে হলে আমাদের মানবিক আচরণ এবং তাদের নির্বাচনের বোঝাপড়া করতে হবে। তিনি যুক্তি করেন যে মানব কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্যকে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আমাদের ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে।

মিজেস আরও বলেন যে ইতিহাসের দর্শনে তত্ত্ব এবং ধারণার গুরুত্ব রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে ইতিহাস বোঝার জন্য বিভিন্ন বিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা মানুষের মনোবিজ্ঞান এবং তাদের চিন্তাভাবনাগুলিকে প্রকাশ করে। এই ধারণা এবং সূত্রগুলি আমাদের সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলি বোঝার জন্য সহায়ক।

ইতিহাসের দর্শন বিভিন্ন উপাদানকে প্রকাশ করে, যেমন নৈতিকতা, রাজনীতি এবং অর্থনীতি। এ ছাড়াও, মিজেস ইতিহাসের প্রক্রিয়াগুলিকে বোঝার জন্য অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি দেখান যে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে মানব কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচিতি হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে, মিজেস ইতিহাসকে একটি ব্যাখ্যাত্মক ভিত্তি হিসেবে দেখেন, যা কেবল অতীতের ঘটনাবলী নয়, বরং সেগুলির ভিত্তিতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলিও প্রকাশ করে। এইভাবে, ইতিহাসের দর্শন বোঝা কেবল একটি অধ্যায় নয়, বরং মানব সমাজের উন্নয়নের একটি প্রধান অংশ।

অধ্যায় ৭: চিন্তার ভূমিকা

এই অধ্যায়ে, মিজেস চিন্তার ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন যে ধারণা এবং চিন্তা মানব সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিজেস যুক্তি করেন যে সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের পিছনে চিন্তার একটি দৃঢ় কাঠামো থাকে। তিনি দেখান যে চিন্তার ভিত্তিতে মানুষ তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে পারে এবং এটি মৌলিক চিন্তার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

মিজেস আরও বলেন যে নতুন চিন্তাভাবনার আগমন কীভাবে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি বলেন যে সমাজের প্রতিটি অংশে চিন্তার প্রভাব বিদ্যমান এবং এটি তাদের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক কাঠামোকে সংজ্ঞায়িত করে। মিজেস উল্লেখ করেন যে উন্নয়ন শুধুমাত্র কর্মকাণ্ডের ফল নয়, বরং এটি চিন্তাভাবনার ফলও।

এইভাবে, চিন্তার ভূমিকা কেবল বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উপরও গভীর প্রভাব ফেলে। মিজেসের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ধারণা এবং নতুন ও পুরোনো চিন্তাভাবনার সাথে সম্পর্কিত, যা প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতির বিকাশকে নির্ধারণ করে।

অধ্যায় ৮: মানব কর্মকাণ্ডের সর্বশেষ দেওয়া

এই অধ্যায়ে, মিজেস মানব কর্মকাণ্ডকে একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে মানব কর্মকাণ্ড অর্থনীতির মৌলিক উপাদান বোঝার জন্য অপরিহার্য। মিজেসের মতে, মানব কর্মকাণ্ড একটি উদ্যোগ যা মানুষের তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের চেষ্টা করে। তিনি আরও দেখান যে এই কর্মকাণ্ডগুলি বিভিন্ন মানুষের, প্রতিষ্ঠানের এবং সমাজের মধ্যে ঘটে।

মানব কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরে, মিজেস মানব উন্নয়ন এবং তাদের নির্বাচনের বিশ্লেষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে মানব কর্মকাণ্ডের ভিত্তি কেবল পরীক্ষাগারে বা ইতিহাসের দর্শনে নয়, বরং বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনে থাকা উচিত।

মানব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে, মিজেস মানব কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে মানুষের প্রয়োজন এবং ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে, পণ্যের মূল্যও পরিবর্তিত হয়। এইভাবে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে মানব কর্মকাণ্ডের সঠিক সংকেত পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে, মিজেস বলেন যে অর্থনীতিতে মানব কর্মকাণ্ডের প্রভাব বোঝা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে, অধ্যায়ে, মিজেস মানব কর্মকাণ্ডের গভীরতা এবং তার ভিত্তিতে সমাজের উন্নয়ন বোঝার চেষ্টা করেন।

অধ্যায় ৯: আত্মকেন্দ্রিক বিনিময় এবং আন্তঃব্যক্তিগত বিনিময়

এই অধ্যায়ে, মিজেস আত্মকেন্দ্রিক এবং আন্তঃব্যক্তিগত বিনিময়ের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে আত্মকেন্দ্রিক বিনিময় হল সেই সামাজিক কাঠামো, যেখানে মানুষ নিজেদের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাজ করে। এভাবে, মানুষ একে অপরের সাথে বাণিজ্য করে তাদের প্রয়োজনীয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে, আন্তঃব্যক্তিগত বিনিময়, যা বিস্তৃত সম্পর্ক এবং কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণ ধারণ করে, তা সমাজের অন্যান্য অংশের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। মিজেস যুক্তি করেন যে এই বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন।

এইভাবে, আত্মকেন্দ্রিক এবং আন্তঃব্যক্তিগত বিনিময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, মিজেস মানব সম্পর্কের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেন। তিনি দেখান যে এর ফলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত লাভ নয়, বরং সামাজিক সংঘাত এবং আর্থিক সম্পর্ককেও বোঝা যায়।

অধ্যায় ১০: অর্থনৈতিক পণ্যের আধ্যাত্মিক মূল্য

এই অধ্যায়ে, মিজেস অর্থনৈতিক পণ্যের আধ্যাত্মিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে একটি অর্থনৈতিক পণ্যের মূল্য তার আধ্যাত্মিক মূল্য এবং মানুষের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন যে আধ্যাত্মিক মূল্য বোঝা জরুরি, কারণ এটি অর্থনীতির মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি।

মিজেস আরও জানান যে আধ্যাত্মিক মূল্যকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যুক্তি করেন যে যেভাবে প্রয়োজন এবং ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে, পণ্যের মূল্যও সেভাবে পরিবর্তিত হয়। এভাবে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মূল্য সঠিকভাবে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে, মিজেস বলেন যে অর্থনীতিতে আধ্যাত্মিক মূল্যের প্রভাব বোঝা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে, এই অধ্যায়ে, মিজেস অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব এবং তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক মূল্য বোঝার চেষ্টা করেন।

অধ্যায় ১১: মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

এই অধ্যায়ে, মিজেস মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে মানব জ্ঞানে কিছু প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। তিনি স্পষ্ট করেন যে কীভাবে মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছু ভুল ঘটে।

মিজেস বলেন যে মানব জ্ঞানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি যুক্তি করেন যে মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বোঝা এবং তার ভিত্তিতে চিন্তা করা উচিত, যাতে ভাল কর্মকাণ্ড করা যায়।

তিনি বলেন যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বোঝা নীতিগত এবং পরিবেশগত উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। এইভাবে, এই অধ্যায়ে, মিজেস মানব জ্ঞানের গভীরতা এবং তার ভিত্তিতে সমাজের উন্নয়ন বোঝার চেষ্টা করেন।